International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-VI, November 2024, Page No.85-93
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i6.008

ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরায় পুঁথিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা

দীপঙ্কর বর্মন

গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 26.11.2024; Accepted: 29.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

In ancient times, India was one of the pioneering lands where the radiant light of knowledge first emerged. Indian civilization and culture, with its remarkable tradition of knowledge upheld through oral preservation, is beautifully enshrined in its multifaceted literary heritage. In the current era of cultural and educational prosperity, the revered practices of ancient knowledge have been revived and embraced. India's vast treasure of knowledge, preserved in manuscripts filled with the wisdom of guru-disciple tradition and adorned with exquisite literary artistry, reflects the profound fulfillment of ultimate self-realization. How far does the eternal repository of India's scriptural knowledge align with the relevance and reasoning in the domains of modern science and education? The manuscripts, shrouded in the profound truths of religion, science, medicine, astronomy and philosophy hold knowledge crucial for the betterment of humanity. India's cultural heritage finds its profound and multidimensional expression in the Sanskrit manuscripts which encompass humanistic principles and spiritual wisdom. The transformation of language, literature and semantics through the ages finds its essence in the art of ancient manuscripts. The growth of historical completeness stems from the examination of manuscripts with diverse narrative styles. The paper "The necessity of manuscript studies in Indian intellectual heritage" will analyze and describe the relevance of manuscript studies in modern times by bridging the perspective of ancient and contemporary scholars.

Keywords: Veda, Vedanga, Manuscript, Rāśi, Medicine, Ashtanga Yoga, Surgery, Architecture.

ভূমিকা: ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার উষালগ্ন লিখনকলার বহুপূর্বকাল হতে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শ্রুতিরক্ষিত। বেদ-বেদাঙ্গ-উপনিষদের যুগ থেকেই একাধিক বিদ্যার প্রসঙ্গ বিপুল জ্ঞানরাশিকে তরাহ্নিত করে। বৈদিককালে বা তৎপরর্তী যুগে একাধিক বিষয়ে জ্ঞানচর্চ্চার যে পরম্পরা রয়েছে সেইরূপ একাধিক শাস্ত্রীয় বিদ্যার নাম

উল্লেখ তাঁর নিদর্শন। ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমার ও নারদের বার্তালাপ থেকে বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, পিত্র্য শাস্ত্র, রাশি, দৈব, নিধি, নীতি, তর্কশাস্ত্র- ইত্যাদি একাধিক অপরাবিদ্যা বিষয় গুলি প্রমাণিত।[1] এগুলির অতিরিক্ত কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে দণ্ডনীতি[2] (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) মুখ্যবিদ্যা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এই জ্ঞানবিজ্ঞানের শাখা ক্রমশ বৃদ্ধিঘটে। অথর্ব সংহিতায় গাছপালা, লতাগুল্ম, ওষধি ও রোগনিরাময় বিষয়ে বিক্ষিপ্ত জ্ঞানরাশির সূত্রধরেই পরবর্তীসময়ে চিকিৎসায়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠা পায়। বাৎসায়নের কামসূত্রে বর্ণিত চৌষট্টি কলার মধ্যে সাহিত্য থেকে সাজসজ্জা, ললিত কলা, রন্ধন, শরীরচর্চ্চা, নৃত্য-গীত-বাদ্য- ইত্যাদির কোনকিছুই বাদ পরেনি। তর্কশাস্ত্রে সাংখ্যাচার্যের তিন প্রকার দুঃখের নিবৃতি[3], যোগাচার্যের অষ্টাঙ্গযোগ[4], বৈশেষিক দর্শনের ধর্ম উপদেশ[5] ও বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার নিদর্শন। এই বিপুল জ্ঞানরাশি রক্ষিত হয়েছে লিপিকরের লেখনশৈলীর প্রাচীন পুঁথিতে। হস্তলিখিত ভারতীয় জ্ঞান বা বিদ্যার পরম্পরা ইতিহাস পুঁথিতে সংরক্ষিত জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। লিপির আবির্ভাবের পর থেকে শ্রুতির বিষয়গুলি সংরক্ষিত হয়েছে হাতে লিখিত পুঁথিতে। প্রাচীন যুগে হস্তলিখিত এই পুঁথিগুলিকে বলা হত *পুস্তকা* *পোস্ত* বা *পুস্ত* শব্দথেকে *পুস্তক* শব্দের উৎপত্তি। পোস্ত শব্দের অর্থ চামড়া। প্রাচীন যুগে চামড়াতে খোদাই করে প্রথম লেখা হত বলে এরূপ শাস্ত্রগুলি পুস্তক নামে আক্ষায়িত। সংস্কৃত শব্দ পুস্তক থেকেই পুঁথি শব্দ উদ্ভূত হয়। এককথায় বলা যায় যে, হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ হল পুঁথি। পুঁথির প্রতিশব্দ পাণ্ডুলিপি হল শুক্লপীতবর্ণ বা ধূসর বর্ণের লিপি। এরূপ পুঁথির জ্ঞানরাশির সমাহারে ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা বিষয়টির সঙ্গে প্রাচীন যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি উজ্জ্বল ভাবে রক্ষিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ মতে এই সকল প্রাচীন পুঁথি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণশক্তি। এই সকল পুঁথির রক্ষার্থে ভারতীয় জ্ঞান পিপাশু পণ্ডিতদের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন- "It has unfortunately become hard for us modern Indians to understand how it could be like that; nevertheless, there are to be met with in Varanasi and Nadia and other places even now, some old as well as young persons among our Pandits, and mostly among the Sannyasins, who are mad with this kind of thirst..."[6] এই সকল পণ্ডিতবর্গের অক্লান্ত পরিশ্রমে ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা পুঁথির সংরক্ষণে রক্ষিত হয়েছে। বৈদিক যুগ হতে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, জীববিজ্ঞান, গণিত- ইত্যাদি একাধিক শাস্ত্রের মূল্যবান পুঁথি আধুনিক সময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রাচীন যুগ থেকে চাহিদার উপর ভিত্তি করে পুঁথিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তাও ক্রমশ বৃদ্ধি ঘটেছে। অতীতের বেদশাস্ত্রের বিপুল জ্ঞানরাশি গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শ্রুতি আকারে রক্ষিত হতো। শিষ্যরাও কঠোর পরিশ্রমই সংযমী ও অসাধারণ মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। এরূপ কঠোর সাধনার দ্বারা এই বেদ শাস্ত্রগুলি রক্ষিত হতো শ্রুতি পরম্পরায়। পরবর্তী সময়ে লিপির আবির্ভাব ঘটল। শুরু হলো লিখনকলার। লিপিকরের হাতে লিখিত এই পুঁথি গুলিতে সঞ্চিত হল বিপুল জ্ঞানের বিষয় গুলি। পরবর্তী সময়ে ধন-রত্নের চেয়েও মূল্যবান সম্পদরূপে এই পুঁথি গুলি রক্ষিত হয়। শ্রুতি আকারে বেদশাস্ত্রটিও পুঁথিতে সঞ্চিত হয়। এই বেদশাস্ত্র যেমন ছিল অখিল ধর্মের মূল[7] তেমনি জ্ঞান সাধনার উৎস হিসেবে পূজিত হতো। পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, ব্যাকরণ, ছন্দশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ- ইত্যাদি একাধিক গ্রন্থগুলি শাস্ত্রজ্ঞানে পারদর্শী ঋষি ও মুনিদের দ্বারা রক্ষিত হতো। এরূপ শাস্ত্রগুলির যারা প্রতিলিপি প্রস্তুত করতেন তারাও ছিল বিশাল পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞানী পারদর্শী। লিপিকরদের দ্বারা একাধিক ভাষায় এই সকল

গ্রন্থের প্রতিলিপি তৈরি হয়। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যমন্ডিত ঐতিহাসিক সাহিত্যিক ভাবধারায় পরিপূর্ণ এই পুঁথিগুলি প্রাচীন জ্ঞানসাধনার সারস্বত উপকরণ হিসেবে বর্তমানে সমাদৃত।

উদ্দেশ্য: ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞান সাধনার সারস্বত উপকরণ সামগ্রি যা বিস্তীর্ণ জ্ঞান পরম্পরাকে ধরে রেখেছে তাদের মধ্যে পুঁথিবিদ্যা অন্যতম। অতীতের আচ্ছাদিত বিপুল জ্ঞানরাশি বেদবেদান্ত, বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, দর্শনশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভেষজবিদ্যা- ইত্যাদি সকল বিষয়ে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে এই প্রাচীন পুঁথিগুলি। পুঁথি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকেও তুলে ধরে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে প্রাচীন বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়গুলির নিদর্শন আমরা পুঁথিতেই পাই। এগুলির মধ্যেই রয়েছে প্রাচীন ভাষাতত্ত্বের নিদর্শন। ধর্মপরায়ণ ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎস এই প্রাচীন পুঁথি গুলির বর্তমান প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা কি রয়েছে তা অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা নির্ণয় করা আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

শোধপ্রবৃধি: আলোচ্য গবেষণা কার্যটি সম্পাদনায় পুঁথিবিদ্যা বিষয়ক একাধিক গবেষণা পত্রিকা একাধিক ভাষায় উপলব্ধ বই-এর সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎসের অনুসন্ধান করা হবে। এই গবেষণা কার্যটি সম্পূর্ণ করতে অনুসন্ধানাত্মক, ব্যাখ্যাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণে গবেষণার নকশা প্রস্তুত করা হবে।

পুঁথির সাতকাহন: বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি বহু প্রাচীন হলেও সেই সম্বন্ধিয় বর্তমানে প্রাপ্ত পুঁথিগুলির প্রাচীনত্বের দিকথেকে নবীনতম। বৈদিক যুগের পরবর্তী সময়ে ও বর্তমান কালের সাহিত্য চর্চ্চার মধ্যবর্তী বিরাট ব্যবধান রয়েছে। ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরায় এরূপ বিশালাকার সময়কালের ব্যবধানের মূল কারণ পুঁথির অপ্রাপ্তি। কোনরূপ পুঁথি উপলব্ধ থাকলে হয়তো এই সময়কালের সাহিত্য বিজ্ঞান চর্চ্চাদি বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হতো। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য- **.....“প্রাচীন দেবালয়, দীঘি ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের ফোটোগ্রাফ এবং প্রাচীন পুঁথি, পুরালিপি, প্রাচীন মুদ্রা প্রকৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।”**[8] পুঁথির একাধিক প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য *‘বাঙালীর সারস্বত অবদান’* এই গ্রন্থটিতে বলেছেন- **...“পুথির মধ্যে ছিন্নভিন্ন পত্ররাশি ঘাঁটিলে এ জাতীয় জীবনবৃত্তের কঙ্কাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শহরের প্রতিষ্ঠানে আসিয়া এই সকল ‘আবর্জনা’ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পুথিগুলি মনোহর বেশ পরিধান পূর্ব্বক অভিনব কক্ষে ঢুকিয়া নিদ্রিত থাকে- ইহাই সাধারণ নিয়ম। প্রত্যেক পুথিশালায় একজন আবর্জনাবিশারদ নিযুক্ত থাকিয়া ইহাদের সৎকারের পূর্ব্বে নাড়ী পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে কঙ্কালমালিনী প্রত্নবিদ্যার পূজোপহার আজ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিত।**”[9] সংস্কৃত ভাষায় রচিত একাধিক বিষয়ে পুঁথি চর্চার নিদর্শন বাংলা সাহিত্যের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম বীরোচিত চন্ডীমঙ্গল থেকে জানা যায় যে সেই সময়ে ভাষা শিক্ষার জন্য পাণিনি ব্যাকরণ, অমর, জুমর, পিঙ্গল ও উজ্জ্বল দত্ত পড়ার চর্চা ছিল।[10] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রথম জীবনে অগাত পান্ডিত্য বহু শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শি ছিলেন বলেই নিমাই পণ্ডিত নামে পরিচিতি পায়। *কলাপ* ব্যাকরনের উপর তাঁর রচিত টিপ্পনী সেই সময়ে পঠিত হতো।[11] এবং মহাপ্রভু স্বয়ং এইশাস্ত্র শিষ্যদের পড়াতেন।[12] অতএব এটি বলা আবশ্যক যে ছাপাখানার আবিষ্কারের পূর্বে এই প্রাচীন পুঁথিগুলি ছিল জ্ঞানচর্চার একমাত্র মাধ্যম। পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব”- এই প্রবন্ধটি

হল ভারতীয় ভাষায় লিখিত প্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস।[13] পরবর্তী সময়ে তিনি নিজে সর্বদর্শনসংগ্রহ (১৮৫৩-৫৮), মেঘদুত (১৮৬৯), শকুন্তলা (১৮৭১), হর্ষচরিত (১৮৮৩) সম্পাদনা করেছিলেন। টি. গণপতি শাস্ত্রী ১৯০৯ সালে কেরলের ত্রিবান্দ্রাম থেকে আবিষ্কার করেন পুঁথির আচ্ছাদনে ঢেকে থাকা ভাসের তেরোখানি নাটক। এরূপ ভারতবর্ষে কাব্যের মতো অন্যান্য শাস্ত্রেরও উদ্ধার কার্য চলছে নানা প্রান্তে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় জ্ঞান পরম্পরায় বেদের মূল্যবান পুঁথি রক্ষিত শাস্ত্রীয় জ্ঞান মূল্যবান সম্পদ। পরবর্তী সময়ে এগুলিকে কেন্দ্র করেই একাধিক দার্শনিক মতবাদ ও জগৎ বিষয়ে জ্ঞানের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। তার সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত, উপনিষদ আদি শাস্ত্র গ্রন্থগুলি ধর্মীয় জ্ঞান চর্চ্চার ভিত্তিভূমি হিসেবে পূজিত হয়। এইসব পুঁথিতে সঞ্চিত জ্ঞানরাশি প্রয়োজনীয়তার নিরিখে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুঁথির হস্তান্তরে বহু বাঁধা নিষেধ ছিল। গুরুত্বের উপর আরোপ করে পুঁথি যাতে বিনষ্ট বা চুরি না হয় সেই কারণে পুঁথির পুষ্পিকা অংশে কটু ভাষায় লিখিত হত নানা বাক্য। যেমন-

"যত্নেন লিখিতং বেদং যশ্চোরয়তি পুস্তকম্।
শূকরী তস্য মাতা চ পিতা তস্য চ গর্দভঃ।।"[14]

অর্থাৎ সযত্নে লিখিত এই বেদগ্রন্থ যে চুরি করবে তার মা শুকরী এবং পিতা গর্দভ। এছাড়াও কিছু কিছু লিপিকর পুষ্পিকা অংশে একাধিক অভিশাপ বাক্য লিখতেন। এছাড়া লিপিকার্যে যারা নিয়োজিত থাকতেন তাদের উদ্দেশ্যে স্বর্গ প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে-

"এই পুঁথি লিখিবেক সে বৈকুণ্ঠ পাইবে।
এই কথা শুনে ভাই স্বর্গে যাইবে।।"[15]

তখনকার দিনে পাণ্ডুলিপির সুরক্ষার কথা বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বলেই বর্তমানে প্রাচীন মূল্যবান পুঁথিগুলি উপলব্ধ। তাইতো রাজশেখর তাঁর *কাব্যমীমাংসা*-য় এই সকল পুঁথিগুলির অনুলিপি কিংবা আদর্শ প্রস্তুত করার প্রসঙ্গে বলেছেন-

সিদ্ধং চ প্রবন্ধম্ অনেকাদর্শগতং কুর্যাত্। যদিত্থং কথয়ন্তি-

"নিক্ষেপো বিক্রয়ো দানং দেশত্যাগো'ল্পজীবতা।
ত্রুটিকো বহ্নিরম্ভশ্চ প্রবন্ধোচ্ছেদহেতবঃ।।"

শাস্ত্রীয় সাহিত্য পরম্পরার পুঁথিগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের জগতের সমৃদ্ধির ব্যাপকতাকে চিহ্নিত করে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অশ্বঘোষের *সৌন্দরনন্দ* সম্পাদনা করেন ১৯১০ সালে। এরূপ সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* (১৮৯৭) পুঁথির তিনি পেয়েছেন বহু পূর্বে। ১৯২৬ সালে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ধোয়ীর দ্বারা রচিত *পবনদূত* সম্পাদনা কার্য সম্পূর্ণ করেন। ঠিক একই ভাবে সাহিত্যের পাশাপাশি শাস্ত্রের পুঁথিগুলিও সম্পাদনা কার্য চলতে থাকে। গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থের সম্পাদনায় সৃষ্টিধরের টীকা সমেত প্রকাশিত হয় পুরুষোত্তম দেবের *ভাষাবৃত্তি* (১৯১২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি)। অপরদিকে বৈদিক সাহিত্যের আবিষ্কৃত পুঁথি দুর্গা মোহন ভট্টাচার্যের সংগৃহীত অথর্ববেদের *পৈপ্পলাদ সংহিতা* বৈদিক সাহিত্যের আলোড়ন সৃষ্টি করে। ব্রজবিহারী চৌবে মহাশয়ের হোশিয়ারপুর থেকে প্রকাশিত *বাধুলগৃহ্যসূত্র* পুঁথি সম্পাদনা কার্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। অপরদিকে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের পুঁথি বিদ্যার সংগ্রহ বৈদিক জ্ঞান পরম্পরা অনন্য নিদর্শন। এই সংগ্রহশালায় ভারতীয় শাস্ত্রীয় পরম্পরার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুঁথির সমাহার রয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি পুঁথির উল্লেখ যা না বললেই নয়। যেমন- "ঋগ্বেদীয়- ঋগ্বেদীয় দশকর্মপদ্ধতি, ঋগ্বেদীয়-

পার্বণশ্রাদ্ধপ্রয়োগ, ঋগ্বেদীয় কুশণ্ডিকা; সামবেদপার্বণশ্রাদ্ধপ্রয়োগ, ছন্দোগানাং বৃষোৎসর্গপ্রয়োগ, সামবেদীয় কুশণ্ডিকাবিধি; জগদীশ্বরীপূজা, গজাশ্বাদিবধপ্রায়শ্চিত্ত, কূপপ্রতিষ্ঠা, কুপোৎসর্গবিধি, সত্যনারায়ণব্রতকথা, জন্মাষ্টমী ব্রত, অমাবস্যাব্রতকথা; তালনবমীব্রত, বনদুর্গাপূজাবিধি, তীর্থযাত্রাবিধি, বিষহরিপূজাবিধি, হরিনামসংগ্রহকবচ, চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী, পুণ্ডরীকাক্ষের ভট্টিটীকা, রাজীবশর্মার ঘটকর্পরটীকা, ন্যায়বাগীশের কাব্যপ্রকাশটাকা, রামচন্দ্রের কাব্যচন্দ্রিকা, রতিমঞ্জরী।"[16]

প্রায় ৩০০০০ এরও বেশি সংখ্যক পুঁথির নিদর্শন বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঞ্চিত রয়েছে। এত বিপুল পরিমাণ পুঁথির সম্ভার প্রমাণ করে যে, ভারতীয় শাস্ত্রীয় জ্ঞান চর্চা সংস্কৃত পুঁথির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নানা বিষয়ে জ্ঞান চর্চার ব্যাপকতাকে নির্দেশ করে। তার মধ্যে অন্যতম সংস্কৃত ব্যাকরণের কাতন্ত্র বা কলাপ মুখ্য ব্যাকরণের দীর্ঘ তালিকা থেকে চিহ্নিত করা হয়। "কাতন্ত্রবৃত্তিপঞ্জিকা, কলাপতত্ত্বার্ণব, কলাপচন্দ্র, কাতন্ত্রপরিশিষ্ট, পরিশিষ্টপ্রবোধ তো আছেই, বিশ্বেশ্বর তর্কাচার্যের আখ্যাতব্যাখ্যান (সম্পূর্ণ), কাতন্ত্রগণমালা, ব্যাখ্যাসার, রমানাথ চক্রবর্তীর শব্দসাধ্যপ্রয়োগ বা শব্দসাধ্যপ্রবোধিনী (৩২০৪) ইত্যাদি স্বল্পপরিচিত গ্রন্থও আছে। তেমনি আছে সারস্বতের প্রভাবতী নামে সারস্বতবৃত্তিপঞ্জিকা (শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখিত) (১৪০ বি-ক), মুগ্ধবোধের শব্দকল্পদ্রুম (৩২০৯), ভট্টিকাব্যের মুগ্ধবোধিনী টীকা (২১৫৪-বি) ইত্যাদি। এছাড়া, ব্যাকরণশ্লোক (১৮৮৫), ব্যাকরণসমাস (২১৯৫-বি), ব্যাকরণপ্রসঙ্গ, ব্যাকরণবিষয়সংগ্রহ নামে অনির্ধারিত কিছু ব্যাকরণপাত আছে যা থেকে দুর্লভ কিছু গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ পাওয়া সম্ভব। অলঙ্কারগ্রন্থ হিসেবে ভানুদত্ত মিশ্রের রসমঞ্জরী, রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশের কাব্যচন্দ্রিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দর্শনের মধ্যে নব্যন্যায়, বেদান্তের নানা গ্রন্থ আছে। যেমন, রামশরণের শব্দরত্ন, কৃষ্ণনাথের প্রমাণরহস্য শব্দার্থতত্ত্বের মূল্যবান গ্রন্থ।"[17] ইত্যাদি একাধিক পুঁথিতে সংরক্ষিত বৈদিক সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, পুরাণ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বর্তমানে উপলব্ধ। আধুনিককালে পাণ্ডুলিপির সন্ধানও গবেষণার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই সকল পুঁথি গুলি ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরাকেই নির্দেশিত করে। তর্কশাস্ত্রের মধ্যে অন্যতম ১৫০ নব্যন্যায় শাস্ত্রগ্রন্থের অতিরিক্ত অন্যান্য দর্শন বৈশেষিক দর্শন, মীমাংসা ও বেদান্তগ্রন্থ রাশির তন্ত্রবার্তিক, তন্ত্ররত্ন, পদার্থধর্মসংগ্রহ, পঞ্চকোষবিবেকব্যাখ্যা ও যোগপ্রকরণ- ইত্যাদি পুঁথিগুলি ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্ব জ্ঞানের আকরগ্রন্থ।

সুদূর অতীতকাল হতে প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার যে ধারা আধুনিক কাল পর্যন্ত বহমান রয়েছে তা ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও আয়ুর্বেদ- ইত্যাদি বিষয়গুলি বহু প্রাচীন পুঁথির মধ্যে সংরক্ষিত। এই সকল পুঁথিগুলির প্রাচীন জ্ঞানের বিপুল সমৃদ্ধি ও বর্তমান সময়ের গবেষকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য গবেষণার বিষয়। অষ্টাঙ্গযোগ অভ্যাসের দ্বারা মানবদেহ শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্রিয় হয়। যোগ দর্শনের ভারতীয় পরম্পরা ভারতীয় দর্শন এবং মননশক্তির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতবর্ষের প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞান আয়ুর্বেদ শাস্ত্র আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে প্রাচীন পুঁথির পাতায়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ *চরক সংহিতা* আয়ুর্বেদাচার্য চরক দ্বারা রচিত। এই সংহিতায় অথর্ব বেদের একাধিক ভেষজ বিদ্যা, লতাগুল্ম ও আয়ুর্বেদে চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন গাছপালার ঔষধি গুণের গুনাগুন, চিকিৎসা পদ্ধতি এবং শরীরের তিনটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় "বাত, পিত্ত, কফ"[18] - ইত্যাদি বিষয়গুলির নিয়ন্ত্রণ খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অন্যতম

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *সুশ্রুত সংহিতা*। ভারতীয় শাস্ত্রীয় প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি যে-কতখানি উন্নত ছিল তার নিদর্শন এই সংহিতা গ্রন্থ। প্রাচীন সময়ের শল্যচিকিৎসা (Surgery) তার প্রমাণ। এই গ্রন্থে মানবদেহে ব্যাধির চারটি কারণ- **"আগন্তবঃ, শারীরাঃ, মানসাঃ, স্বাভাবিকাশ্চেতি"**[19] কে চিহ্নত করা হয়েছে।

তেমনি মানবসভ্যতা সৃষ্টির আদিকাল থেকে গণিত শাস্ত্রের প্রচলন এর একাধিক নিদর্শন একাধিক পুঁথিতে উপলব্ধ। আচার্য কৌটিল্য একাধিক স্থানে গণিতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন, এই গণিত শাস্ত্রের প্রয়োগ কোন কিছু পরিমাপের জন্য করা হয়- " तस्माद्विक्रयः पण्यानां धृतो मितो वा कार्यः।"[20] এছাড়াও শৈশব কাল থেকে বালকের গণিত শিক্ষার বিধান "व्रतचौलकर्मा लिपिसंख्यानञ्च उपयुञ्जीत्"[21] অর্থাৎ চুড়াকর্ম হওয়ার পর থেকে লিপি-লেখা, সংখ্যার গণনা করা শেখানোর কথা বলেছেন। এই গণিত শব্দের প্রথম প্রয়োগ বৈদিক সংহিতা ও বেদাঙ্গ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। বেদাঙ্গের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে-

"यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा।
तद्वद् वेदाङ्गशास्त्राणां गणितं मूर्ध्नि वर्तते ।।"[22]

ভারতবর্ষের সংস্কৃত সাহিত্যেও গণিতের প্রসঙ্গ পিঙ্গলের *ছন্দসূত্রে* শূন্যের সাংকেতিক প্রয়োগ দেখা যায়।[23] এছাড়াও দশমিকের আবিষ্কার, শূন্যের ব্যবহার গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী আর্যভট্টের *আর্যভট্টিয়, ব্রহ্মগুপ্তের* লেখা *ব্রহ্মগুপ্তগণিতম্, ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত*- ইত্যাদি গণিত শাস্ত্রীয় পুঁথিগুলি প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞানের এই বিপুল সমাহার শুধু একটিমাত্র গবেষণাপত্রের মধ্যে সীমায়িত করা মূর্খতার পরিচয় হবে । জ্ঞান পরম্পরা হাজার হাজার বছরের রক্ষিত পুঁথিগুলি যে কতখানি প্রয়োজনীয় তার নিদর্শন আমরা অনেক ভাবে পেয়ে থাকি। শুধু চিকিৎসা শাস্ত্রই নয় বাস্তুশাস্ত্রের পুঁথিগুলি ধরেই বর্তমানের আধুনিক বাস্তুবিদ্যার (Architecture) এত বিপুল উন্নতি।

পন্ডিত জহরলাল নেহেরু তাঁর বিখ্যাত *দা ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া* - গ্রন্থে পান্ডুলিপির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে গুরুত্ব আরো করেছেন। তিনি বলেছেন- "One of our major misfortunes is that we have lost so much of the world's ancient literature in Greece, in India, and elsewhere. Probably this was inevitable as these books were originally written on..."[24] বস্তুবাদী দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, বস্তুবাদী দর্শনের নিদর্শন কেবল রয়েছে পুঁথির পাতায় তথ্যসূত্র হিসেবে- "Among the books that have been lost is the entire literature on materialism which followed the period of the early Upanishads. The only references to this, now found, are in criticisms of it and in elaborate attempts to disprove the materialist theories."[25] ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার ঐতিহ্য শুধু কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই থেমে থাকেনি। ভারতবর্ষের বাইরে চীন ও ইউরোপের একাধিক গবেষক ভারতবর্ষে এসেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতের একাধিক পুঁথির ওপর বিদ্যা অর্জন করতে। এভাবে বিভিন্ন পরিব্রাজকেরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন সময়ে পদার্পণ করে ও একাধিক পুঁথির অনুলিপি প্রস্তুত করে নিজ দেশে নিয়ে যায়। তাঁরই নিদর্শন আমরা দেখতে পাই অমর্ত্য সেনের *The Argumentative Indian* গ্রন্থে- "Another Jesuit, father Pons from France, produced a grammar of Sanskrit in Latin in the early eighteenth century and also sent a collection of original manuscripts to Europe."[26] প্রাচীন ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় জ্ঞান

পরম্পরার ঐতিহ্যবাহী পুঁথিগুলি সুদূর অতীতকাল হতে শুধুযে ভারতবর্ষের জ্ঞানের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, শুধু তাই নয় সারা বিশ্বে এই সকল পুঁথি অমূল্য রত্ন হিসাবে সঞ্চিত হয়েছে। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও চীনের বিজ্ঞানীরা এই সকল পুঁথিতে সঞ্চিত জ্ঞান রাশির ব্যবহারিকতার প্রতি গুরুত্ব ও নতুন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপযোগিতাকে স্বীকার করেছে।

উপসংহারঃ উল্লিখিত একাধিক তথ্য ও প্রমাণের নিরিখে প্রাচীন পুঁথিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা প্রস্ফুটিত হয়েছে। ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার বিস্তৃত পরিধির ব্যপকতা ছাপিয়ে পড়েছে দেশহতে দেশান্তরে। কিন্তু তবুও আশ্চর্যের বিষয় যে এখনও এরূপ বহু পুঁথি অনাবিষ্কৃর অবস্থায় গ্রন্থাগারে রয়েছে। উপনিষদের উল্লিখিত হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ্যসরূপটি যেমন আচ্ছাদিত[27], ঠিক তেমনি পুঁথির ভাঁজে আবৃত ভারতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। আধুনিক সময়ের নবীন গবেষকদের গবেষণার দ্বারা অপ্রকাশিত এই পুঁথি গুলির অনুসন্ধান করলে হয়তো এমন কিছু তথ্য উদ্ভাসিত হবে যা ভারতবর্ষে প্রাচীন জ্ঞান পরম্পরার সাথে সাথে আধুনিক সময়ে বৈজ্ঞানিক উন্নতির গতির বৃদ্ধি ঘটাতে পারে।

তথ্যসূত্র:

[1] ছান্দোগ্য উপনিষদ, সপ্তম প্রপাঠক-২.

[2] আন্বীক্ষিকি ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ – কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, বিনয়াধিকারিক-১.২.১

[3] সাংখ্যকারিকা- ১

[4] পাতঞ্জল যোগদর্শন, সাধনপাদ-২৯.

[5] বৈশেষিক দর্শন-১

[6] The Complete Works of Swami Vivekananda, Mayavati Memorial Edition, September 1958, Vol-IV, Pag- 273.

[7] মনুসংহিতা-২.৬

[8] ১৩১৩ বঙ্গাব্দে লিখিত সাহিত্যসম্মিলন প্রবন্ধ থেকে সংগৃহিত.

[9] প্রথম সংস্করণ, চৈত্র ১৩৫৮, কলিকাতা.

[10] অষ্টশব্দি সুবন্ত পাণিন/পড়ে দত্ত শ্রীয়পতি/সন্ধিমূল সন্ধিবৃত্তি/পড়িল ব্যাকর্ণটীকা/গণবৃত্তি সমাসিকা/ অমর জুমর বর্ণ নানা/জানিতে সন্ধির তত্ত্ব/পড়িল উজ্জ্বল দত্ত/পড়িল দুর্ঘটবৃত্তি/ধীর সভায় চক্রবর্তী/ ....নানা ছন্দে পড়িল পিঙ্গল। -বণিককাণ্ড, চণ্ডীমঙ্গল (কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম).

[11] উদ্দেশে আমরা সব তোমার টিপ্পনী। মই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি। -ভক্তিরত্নাকর, দ্বাদশতরঙ্গ.

তাছাড়া, আপনি করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী (চৈতন্য ভাগবত, আদিখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়).

[12] ব্যাকরণ পড়হ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম।।
ব্যাকরণ-মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।। -চৈতন্যচরিতামৃত ১।১৬।।২৯-৩০.

[13] করুণাসিন্ধু দাস, পূরানো শাস্ত্র ও সাহিত্য অনুশীলনে পাণ্ডুলিপি চর্চার ভূমিকা প্রসঙ্গে.

[14] কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি পু. সংখ্যা- ৫২০৪.

[15] বিশ্বভারতী পুঁথি সংখ্যা- ২২৭.

[16] করুণাসিন্ধু দাস, পূরানো শাস্ত্র ও সাহিত্য অনুশীলনে পাণ্ডুলিপি চর্চার ভূমিকা প্রসঙ্গে.

[17] তদেব

[18] *শরীরাস্তন্নপানমূলা বাতপিত্তকফশোণিতসন্নিপাতবৈষম্যনিমিত্তা-* সুশ্রুত সংহিতা, প্রথম অধ্যায়, শ্লোক- ২৪,১.

[19] সুশ্রুত সংহিতা, প্রথম অধ্যায়, শ্লোক- ২৪.

[20] কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র.

[21] তদেব

[22] বেদাঙ্গজ্যোতিষ, আচার্য লগধ, শ্লোক-৪.

[23] ঋগ্বেদ- ১.১৬৪.৪৮

[24] Jawaharlal Nehru, The Discovery of India; Materialism.

[25] তদেব

[26] The Argumentative Indian; Indian Traditions and the western Imagination, page- 145.

[27] ইশোপনিষদ্, মন্ত্র-১৫.

গ্রন্থপঞ্জিঃ

1) Ananyananda, Swami, ed. *The Complete Works Of Swami Vivekananda*. Mayavati Memorial Edition. Calcutta: Advaita Ashrama, 1958. English.
2) Barbhuiya, Dr. MD. Nazmul Islam. "Significance of prevention manuscripts: A stady in Indian context." *International Journal of Applied Research* (2021): 9-11. english.
3) Das, Dr. Debanjan. "The Role of Sanskrit in Preserving Indian Culture Heritage." *GIMR* (2024): 134-139. English.
4) KUMAR, RAJEEV, et al. "Importance Of Manuscripts In Present Era." *International Ayurvedic Medical Journal* (2023): 539-543. English.
5) Mathuriya, Dr. Manoj and Dr. Devendra Sing Chahar. "A Review Study Of Menuscriptology In Ayurveda." *WJPMR* (2024): 67-71. English.
6) Panday, Aparna. "Indian Manuscripts: An Overview." *International Journal Of Information Movement* 2.ix (2018): 99-103. English.
7) Phating, Prarabdha and Brijesh Mishra. "A Review of Script and Languages in the Study of Medical Manuscripts." *Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences* 9.6 (2024): 293-298. English.
8) Sahoo, Jyotshna and Basudev Mohanty. "Indigenous Methods Of Preserving Manuscripts: An Overvew." *OHRJ* (2004): 28-32. English.
9) Sen, Amartya. *The Argumentative Indian*. New Yourk: Penguin Book Ltd., 2005. English.

10) Timane, Dr. Rajesh. "Indian Knowledge System." *JETIR* (2024): 512-529. English.
11) করিম, আব্দুল. *প্রাচীন পুথির বিবরণ.* সম্পা. শ্রীরামকমল সিংহ. কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২০. বাংলা.
12) আরণ্যক, শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ. *পাতঞ্জল যোগদর্শন.* কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮. বাংলা.
13) কৌটিল্য. *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র.* সম্পা. ডঃ মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়. কোলকাতা: সদেশ, ১৪২২. বাংলা.
14) দ্বিবেদী, ডঃ কপিলদেব. *বৈদিক সাহিত্য এবং সংস্কৃতি.* বারাণসী: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ২০০০. হিন্দি.
15) ভর্গানন্দ, স্বামী. *পাতঞ্জল যোগদর্শন.* তৃতীয়. কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৪. বাংলা.
16) মণ্ডল, শ্রীপঞ্চানন. *পুঁথি-পরিচয়.* কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৮. বাংলা.
17) মহর্ষি কপিল. *সাংখ্যকারিকা.* সম্পা. স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ. অনুবাদক স্বামী ভাবঘনানন্দ. কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৬. বাংলা.
18) মহর্ষি মনু. *মনুসংহিতা.* সম্পা. ডঃ গুরুচরণ দাস. কোলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৮. বাংলা.
19) সুশ্রুত. *সুশ্রুত সংহিতা.* বারাণসী: মোতীলাল বারাণসীদাস, ১৯৬০. হিন্দি.